পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

হালাল খাদ্য গ্রহণে আমাদের কি মনে রাখা উচিত-

শরীয়হ বোর্ড, নিউইয়র্ক কর্তৃক উপস্থাপিত

প্রশ্নঃ হালাল খাদ্য কি ?

উত্তরঃ ইসলাম ধর্মের আইনসিদ্ধ ও অনুমোদিত খাদ্যকে হালাল খাদ্য বলে।

মুসলমানদের মৌলিক খাদ্য তালিকাগত আইন হচ্ছে-

ক. শুধুমাত্র হালাল এবং বিশুদ্ধ খাবার (আল-আরাফ - ১৫৭)

খ. অপবিত্র এবং নিষিদ্ধ খাবার হারাম (আল-আরাফ - ১৫৭)

প্রশ্নঃ জাবিহা কাকে বলে ?

উত্তরঃ একটি প্রাণীর গোশত হালাল ভাবে ভক্ষণের জন্য ইসলামী আইনে আল্লাহর নামে কোরবানী করাকে জাবিহা বলে।

হালাল খাদ্য ভক্ষণের জন্য কিছু মৌলিক নীতি হচ্ছে-

ক. সাধারণতঃ সব জিনিসই (গ্রহণ করা) অনুমোদিত, যতক্ষণ না তা হারাম প্রমাণিত হয়।

খ. গোশতের ক্ষেত্রে তাহাই অননুমোদিত, যতক্ষণ না তা আইন দ্বারা হালাল প্রমাণিত হয়।

গ. সব হালাল জিনিসই গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় নয়, তবে সব হারাম জিনিস অবশ্যই বর্জনীয়। [শায়খুল ইসলাম মুফতী সাঈদ পালনপুরী (দাঃ)]

জবেহ করার শর্ত-

একটি হালাল প্রাণীর গলার চারটি প্রধান শিরার মধ্যে কমপক্ষে তিনটি শিরা কাটতে হবে।

প্রতিটি প্রাণী জবেহ করার সময় "বিসমিল্লাহ" বলতে হবে।

ক. তোমরা আল্লাহর নাম না নিয়ে জবেহ করা গোশত অবশ্যই ভক্ষণ করবেনা। নিশ্চিত ইহা গুনাহের কাজ। (সুরা আন'আম- ১২১)

আর (গলিত) মৃত জন্তুর মাংস শুকরের মাংসের মতই হারাম বা নিষিদ্ধ।

জবেহকারীকে (কসাই) অবশ্যই মুসলমান অথবা আহলে কিতাব হতে হবে।

কেহ যদি না জানে যে প্রাণীর জবেহকারী কে ? তাকে অবশ্যই গোশত ভক্ষণের পূর্বেই তদন্ত করে জানতে হবে।

নোটঃ জবেহ করার সময় যদি উপরের শর্ত সমূহ পুরণ না হয়, তবে গোশত ভক্ষণ করা অবশ্যই হারাম হবে।

হালাল গ্রহণ এবং হারাম বর্জনের উপকারীতা

ক. মহানবী (সাঃ) এর পক্ষে মুস্তাজাবদ দাওয়াত (যার দোয়া গ্রহণীয়) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "তোমরা বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ কর, (তবেই) তোমাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় হবে। (তাবরানী - ৬৪৯৫)

খ. মহানবী (সাঃ) বলেছেন- একজন লোক যে আল্লাহর পথে অনেক দূর পথ ভ্রমণ করে, অথচ সে অপবিত্র, অপরিচ্ছন্ন, সে যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করে আর বলে হে প্রভু ! হে প্রভু !.....(কাকুতি-মিনতি করে)। অথচ তার খাদ্য অপবিত্র, পানীয় অপবিত্র, বস্ত্র অপবিত্র, এমনকি তার শরীর ও অপবিত্র খাদ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট, তবে কী ভাবে তার দোয়া আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় হবে ? (মুসলিম -১০১৫)।

গ. যে শরীর অপবিত্র খাদ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট, তা বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। (বায়হাকী)

ঘ. মহানবী (সাঃ) বলেছেন- "আমার হস্ত, আমার আত্মা যার কৃপায় ন্যস্ত, আমি সেই আল্লাহর বান্দা তার শপথ করে বলি- "যার পাকস্থলী হারাম বস্তু একবার গ্রাস করে, চল্লিশদিন পর্যন্ত তার কোন ভাল কাজ আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় হবেনা। (তাবরানী - ৬৩৯৫)

প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা প্রশ্ন এবং সাধারণ ভ্রান্তধারণাসমূহ-

প্রশ্নঃ যখন আমি জানিনা যে, জবেহ করা গোশত হালাল না হারাম, তখন আমার কী করা উচিত ?

উত্তরঃ উহা (ঐ গোশত) খাবেন না, মহানবী (সাঃ) বলেন- "আপনি যে কারণে উহা সন্দেহ করেন, সে কারণেই নিঃসন্দেহে তা বর্জন করুন"। (তিরমিজি - ২৫১৮)।

প্রশ্নঃ কোশের অর্থ কি হালাল ?

উত্তরঃ না কোশের হালাল নয়। কোশেরের নিজস্ব একটা নীতি আছে, যা হালাল প্রাণী জবেহের শর্ত পূরণ করে না। উদাহরণ স্বরূপ কোন কোন বিশ্বাস মতে যদি কোন কোশের পর্যবেক্ষণের কোন একটি কক্ষে একটি পশু সকাল বেলা জবেহ করা হয়, তা হলে ঐ দিনের সকল পশুই জবিহা হয়েছে বলে গন্য করা হয়। কে কিভাবে জবেহ করল তা বিবেচনা না করেই। (এখানে জবেহ্‌র শর্ত পালন করা হয়না, তাই উহা মুসলমানদের জন্য হালাল নয়)।

[MT Book -5, The Book 08 Holiness, Sefe Kudusha, Treatise- 3, Laws conerring shchital] (Shcetah Ritul Slsughts): Chapter-1, See – 5, (Page – 506m 259y)

প্রশ্নঃ UD অথবা KD প্রতীক কি হালাল ?

উত্তরঃ না, এইগুলো কোশেরের প্রতীক, এগুলো হালাল হওয়ার শর্ত পূরণ করেনা।

প্রশ্নঃ হালাল ও জবিহার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ?
উত্তরঃ ইসলাম ধর্মে হালাল ও জবিহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ভোক্তাদের জন্য শুধুমাত্র ঐ সমস্ত প্রাণীদেরকে হালাল ঘোষণা করা হয়। যাদের জবেহের মধ্যে জবেহ্‌র শর্তসমূহ পাওয়া যায়। যদি জবেহ করার সময় হালাল শর্তসমূহ পাওয়া না যায় তবে তা হালাল হবে না বরং ঐ সকল প্রাণীদেরকে মৃত বলে গণ্য করা হয়। আর মৃতের মাংস শূকরের মাংসের মতই হারাম।

প্রশ্নঃ আহলে কিতাবীদের জবেহকৃত গোশত সম্পর্কে কী বলা হয়েছে।
উত্তরঃ যদি জবেহ্‌র হালাল শর্ত পূরণ করে কোন প্রাণী জবেহ করা হয়, তবে উহা খাওয়ার উপযোগ্য । মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন " আহলে কিতাবীদের খাদ্য (জবেহ করা গোশত) তোমাদের জন্য হালাল, আর তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। (আল মায়িদা - ০৫)। একই ভাবে মুসলমানদের জন্য যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে আহলে কিতাবীদের জন্যও সে শর্ত প্রযোজ্য।
অত্যন্ত জরুরী ঃ সেই গোশত ভক্ষণ করোনা, যা আলাহর নাম ব্যতীত জবেহ করা হয়েছে উহা অবশ্যই গোনাহের কাজ " (সূরা আল মায়িদা- ১২১)

প্রশ্নঃ ১. আমি এক আত্নীয় কর্তৃক নিমন্ত্রিত এবং আমি নিশ্চিত নই যে, তার জবেহকৃত গোশত হালাল কিনা। আমার কী করা উচিত ?
উত্তরঃ তদন্ত করুন, জিজ্ঞাসা করুন তার জবেহকৃত গোশত হালাল কিনা। বলতে লজ্জাবোধ করবেন না। আপনার প্রশ্ন (হালাল কি হারাম) আপনার আত্নীয়কে সতর্ক করবে। ইহা আপনার আত্নীয়কে সজাগ করতে সাহায্য করবে। আপনার প্রচেষ্টা আপনার দ্বীন (ধর্ম) এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দানে নিশ্চিত করবে। ইহা ছাড়া যেহেতু আপনি নিজে হালাল খেতে ভালবাসেন এবং নিজের জন্য অনেক ধার্মিকতা (ভীরুতা) অর্জন করতে চান। একইভাবে আপনার আত্নীয়ের জন্যও সেরকম মনোভাব পোষণ করতে হবে। মহানবী (সাঃ) এরশাদকরেনঃ
"তোমাদের মধ্যে কেহ ততোক্ষণ প্রকৃত ঈমানদার (বিশ্বাসী) হতে পারবেনা যতোক্ষণ না পর্যন্ত সে তার নিজের জন্য যা ভালোবাসে তা তার ভাইয়ের জন্যও ভালোবাসে"। (বুখারী -১৩)

প্রশ্নঃ সাধারণ (খোলা বাজার) বাজারের গোশ্‌ত কেনা কি যথার্থ ?
উত্তরঃ বর্তমানে আমরা যেখানে বাস করি, সেখানে গোশতের ব্যবস্থাপনা সত্যই বড় কঠিন। বাজারে হারাম গোশ্‌তের ছড়াছড়ি এবং "হালাল লেবেলও" গোশতের বিশ্বস্তমতার প্রশ্ন আছে। আমাদের জন্য অন্য একটি উৎসের ব্যবস্থা রাখতে হবে বাজারের অনিয়ন্ত্রিত। বিতর্কিত (হালাল গোশত) লেবেলের জন্য। SBNY হালাল গোশত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশনের জন্য উপর্যুক্ত সেবা দিচ্ছে।

<u>শরীয়হ বোর্ড এনওয়াই- জাবিহা পর্যবেক্ষণ ও সার্টিফিকেশন প্রমাণপত্র দানঃ</u>

- জবেহ পদ্ধতিতে জাবিহা বোর্ডের নিজস্ব কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- হালাল জাবিহার সনদ নিশ্চিত করে যে, গবাদিপশু হাঁস-মুরগীর গোশত মানসম্মত উপায়ে হাতের দ্বারা জবেহ করা হয়।
- এসবিএনওয়াই শুধুমাত্র হাতের দ্বারা জবাই করা গোশ্‌তকে হালাল হিসাবে নিশ্চিত করে এবং মেশিনে জবাই করা গোশ্‌তকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করেনা।
- এসবিএনওয়াই সমস্ত কসাইখানা হতে আরম্ভ করে গোশ্‌ত বানানো পদ্ধতি, পরিবেশক, খুচরা বিক্রেতা অথবা রেষ্টুরেন্টের নিয়ন্ত্রণ এবং যাচাই-বাছাই করে।
- যদি কোন অংশ এসবিএনওয়াই কর্তৃক নিশ্চিত না করা হয় তবে এর পরের লেভেলের কোন কার্যক্রম কে নিশ্চিত করা হয়না।
- সনদপত্র এক বছরের জন্য অনুমোদন করা হয়, সে সময়ে প্রায়শই পর্যবেক্ষণ করার শর্ত আরোপ করা হয়।
- জবেহ্‌র পদ্ধতি, গোশ্‌ত প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন রেকর্ড, প্যাকেজিং, খুচরা পণ্যদ্রব্য, মৌখিক সাক্ষ্য, সংশ্লিষ্ট চালান পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সর্বদা তদন্ত করা হয়।
- সনদপত্র সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেয়া হয় কেবলমাত্র উম্মাহর সুবিধার জন্য, এখানে যাতে কোন দ্বিধাদ্বন্দ না থাকে।
- পর্যবেক্ষণ, অনুমোদন আরম্ভ হয় শুধুমাত্র ব্যবসায়ের অনুরোধ ও সুবিধার জন্য। এসবিএনওয়াইয়ের সেবা প্রদানের আবেদনপত্র ছাড়া কোন সনদ প্রদান করা হয়না।

প্রশ্নঃ আমাদের নিকটস্থ, শরীয়াহ বোর্ড সার্টিফাইড দোকান কেমনে খোজে পাব?
উত্তরঃ অনুগ্রহ করে ভিজিট কারন্নন. www.shariahboardny.org এবং ক্লিক করন্নন, "সার্টিফাইড লিস্টের" উপর। আপনি এই সেবার ফ্রি আপডেইট পেতে, উক্ত ওয়েব সাইটে 'ই-মেইল' দ্বারা গ্রাহক হতে পারেন।

নোটঃ শুধু মাত্র ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীক প্রতিষ্টান যা এই ওয়েব সাইটে লিস্ট রয়েছে, সেগুলিই শরীয়াহ বোর্ড অনুদিত। অন্যকোন প্রতিষ্টান যা এ লিস্টে নাম নেই তা সম্পর্ণ মিথ্যা ও ভুল তথ্য। এই রকম কোন তথ্য থাকলে আমাদেরকে অবগত করেন।